যুগান্তর

তারিখ 13 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

শিক্ষা
৪৬

# স্বাভাবিক হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও স্কুলগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম

## শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বস্তি

**যুগান্তর রিপোর্ট**

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচি না থাকায় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আবার সচল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ফিরে এসেছে স্বস্তি। আজ থেকেই সচল হচ্ছে সব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজধানীর স্কুলগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষাঙ্গনে আবার ফিরে আসবে প্রাণচাঞ্চল্য। শিক্ষার্থীদের পদচারণায় আবার মুখরিত হবে শিক্ষাঙ্গন। তিন মাস ধরে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষার হলে বসতে পারেনি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা জানান, যেহেতু নোটিশ দিয়ে ক্লাস বন্ধ হয়নি। তাই নোটিশের আর প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক নিয়মেই আজ থেকে ক্লাস শুরু হবে। তবে পরীক্ষাগুলো দু'একদিন পর শুরু হবে। ভর্তি পরীক্ষাগুলোও হবে নির্ধারিত সময়ে। রাজধানীর স্কুলগুলোতে স্বাভাবিক নিয়মেই ক্লাস হবে বলে জানা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ডাকে ধর্মঘট চলছে গত ১৯ নভেম্বর থেকে। তবে গত ২৯ অক্টোবর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। গত তিন মাসে ক্লাস হয়েছে মাত্র তিনদিন। পরীক্ষা হয়নি একদিনও। দফায় দফায় পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পেছানো হয়েছে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ। গত তিন মাসে এই একই অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিল জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, ইসলামীসহ প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি। অবরোধ কর্মসূচির কারণে রাজধানীসহ দেশের প্রধান শহরগুলোর প্রায় সব স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা হয়নি। বছরের শুরুতে চলমান বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তি প্রক্রিয়া রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দফায় দফায় পেছাতে হয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে জরুরি অবস্থা জারির পর পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। একদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি নিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ শুক্রবার যুগান্তরকে বলেন, আজ থেকেই ক্লাস শুরু হবে। ছাত্র সংগঠনগুলোর সহাবস্থান নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে তা তিনি দূর করবেন। বৈধ ছাত্রদের হলে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি জানান, ১৯ তারিখে নির্ধারিত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও ফার্মেসি অনুষদের 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। ১৪ তারিখ পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত আছে। ১৫ জানুয়ারি থেকে নির্ধারিত সব পরীক্ষা নেয়া হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তবে এ ব্যাপারে ডিন কমিটিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা জানান তিনি। শিক্ষক সমিতির সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে বলে উপাচার্য জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘটের কারণে প্রায় ৬ মাসের সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে। উপাচার্য ক্ষয়ক্ষতি পোষাতে প্রয়োজনে বন্ধের দিনে পরীক্ষা নেয়ার কথা জানান। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসআই

কার্যক্রম : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

---

## শিক্ষা : কার্যক্রম

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

খান বলেন, অবরোধের কারণে ক্লাস হয়নি। সাধারণ পরীক্ষা স্থগিত এবং ভর্তি পরীক্ষাও পেছাতে হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে ভর্তি পরীক্ষা হবে। তবে এ ব্যাপারে ডিন কমিটিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তিনি জানান, অবরোধের কারণে প্রায় দেড় মাসের সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার পরীক্ষা নিয়ে তা পোষানো হবে বলে তিনি জানান।

সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামীকাল থেকে ছাত্রলীগের লাগাতার ধর্মঘট ছিল। উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম জানান, তিনি ছাত্রদল বা ছাত্রলীগ হিসেবে কাউকে দেখেন না। সবাই ছাত্র। ছাত্ররা ক্লাসে আসবে। আজ থেকেই ক্লাস এবং নির্ধারিত পরীক্ষাও যথারীতি হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অবরোধের কারণে ক্লাস বন্ধ ছিল। গত বছর প্রথম বর্ষ অনার্সে ডিসেম্বরে এখানে ক্লাস শুরু করা হয়েছিল। এবার এখন পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, ক্ষতি পোষাতে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া হবে। আর প্রথম বর্ষে ভর্তিচ্ছুদের মেডিক্যাল টেস্ট নিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদেরও ক্লাস শুরু করা হবে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য [illegible] মাহবুবুর রহমান বলেন, কিছু পরীক্ষা নেয়ার সমস্যা হয়েছিল। অবরোধের সময় কোন ক্লাস ছিল না। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সব পরীক্ষা তিনি নির্ধারিত সময়ে নেয়ার কথা জানান।

মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক খলিলুর রহমান বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি ফরম বিতরণে বিঘ্ন হয়েছিল। পরীক্ষা পিছিয়ে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফরম বিতরণ করা হবে।

আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম জানান, অবরোধের কারণে ক্লাস বন্ধ ছিল। অবরোধ না থাকলে ক্লাস হবে। নতুন নোটিশের প্রয়োজন নেই। তিনি ছাত্রীদের ক্লাসে যোগদানের আহ্বান জানান। রাজধানীর অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেও যথারীতি ক্লাস এবং ভর্তি কার্যক্রম শুরু করার কথা জানানো হয়।

### ছাত্রলীগের বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, তাদের দাবি আদায় হয়নি। ক্যাম্পাসে সহাবস্থান নেই। হলে হলে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা অবস্থান করছে। ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি। অনেক ছাত্রছাত্রীই ক্যাম্পাসে আসতে পারবে না। তিনি বলেন, জনতার দাবির মুখে যেভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের পদ ছেড়েছেন রাষ্ট্রপতি,